মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাদক মুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ৬১ বর্ষঃ ৮ম মার্চ ২০১৩

ICITAP এর প্রতিনিধিদের সাথে অধিদপ্তরের বৈঠক

গত ১৩/০২/২০১৩ তারিখ ICITAP এর প্রতিনিধি Mr. Ari Coc/hen, এবং অ্যামেরিকান দূতাবাসের Civil Affairs Planner সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের বৈঠক।

International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) বিশ্বব্যাপী মাদক পাচাররোধ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে গত ১৩/২/২০১৩ তারিখ ICITAP এর প্রতিনিধি Mr. Ari Coc /hen, এবং অ্যামেরিকান দূতাবাসের Civil Affairs Planner দের সাথে আলোচনা হয়।

প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্যঃ বৈদেশিক সরকারের সাথে মানবাধিকার সুরক্ষা, দুর্নীতি মোকাবেলা, অপরাধ ও সন্ত্রাসমুলক ঝুকি হ্রাস করন বিষয়ে ICITAP কাজ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির তহবিলের উৎস্য- State Department of USA, Defence Department, USAID and Millennium Challenge Corporation.

প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক সহযোগিতা করে থাকে। বিভিন্ন দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে তারা যে সহযোগিতা করে থাকে তা নিম্নরুপঃ

১। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ২। সন্ত্রাসবাদ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ (মানব পাচার, সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্র, মাদক পাচার, Cyber Crime, Intellectual Property Crime) ৩। অপরাধ তদন্ত ৪। দুর্নীতি বিরোধী ৫। বিশেষায়িত এবং কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধি ৬। Forensics ৭। পুলিশি সেবা ৮। Community Policing ৯। সংশোধনাগার (Corrections) ১০। নৌ ও সীমান্ত নিরাপত্তা ১১। তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং ১২। Criminal Justices Coordination.

সংস্থাটি তাদের বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সহায়তা কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্বকে ০৪ টি অঞ্চলে ভাগ করেছে যথাঃ (1) Africa and Middle East (2) Asia and Pacific (3) Europe and Eurasia এবং (4) Latin America and Caribbean.

Asia and Pacific দেশগুলোর মধ্যে বর্তমানে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন এবং শ্রীলংকায় তাদের কর্মসূচী বিদ্যমান আছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে ২০০৪ সালে প্রথম কর্মসূচি হাতে নেয়। তাদের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীকে পুলিশ ব্যবস্থাপনা এবং অপরাধ তদন্ত বিষয়ক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে সহায়তা করা। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে বাংলাদেশের র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB)কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করনের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান শুরু করে। তারা তাদের Community Oriented Policing কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশে Community Policing কার্যক্রমের উন্নয়ন মূলক প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সংস্থাটি বর্তমানে বাংলাদেশে মাদক অপরাধ দমন কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। একইসাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

শোক বাণী

মরহুম আব্দুল খালেক গত ১০/৯/১৯৫৫ তারিখে শরিয়তপুর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১০/৭/১৯৭৮ তারিখে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন ঢাকা মেট্রো উপপ্তঅঞ্চলে উপপ্তপরিদর্শক পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় গত ১৭/২/২০১৩ তারিখ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মৃত্যকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর ০৫ মাস ০৮ দিন। আমরা তার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

ফেব্রুয়ারী ২০১৩ মাসের উল্লেখযোগ্য মামলার তথ্য

তারিখ	উপ-অঞ্চলের নাম	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পরিমান
০৮/২/১৩	রাজশাহী	০২	হেরোইনপ্ত৮০০ গাম
০৯/০২/১৩	ঢাকা মেট্রো	০১	ইয়াবা-১০০০ পিস
১৩/০২/১৩	কুমিল্লা	০৪	ফেনাসিডিল-১২৫ বোতল
১৮/২/১৩	ঢাকা মেট্রো	০৩	ফেনাসিডিলপ্ত২১৭০ বোতল
২৩/০২/১৩	কুমিল্লা		গাঁজা-২০ কেজি
২৭/০২/১৩	ঢাকা মেট্রো	০১	ইয়াবাপ্ত১৮০০ পিস
২৭/২/১৩	ঢাকা মেট্রো	০৩	ইয়াবাপ্ত২০০০ পিস

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‌্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ফেব্রুয়ারী ১৩ পর্যন্ত মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসেব নিম্নরূপঃ

অঞ্চলের নাম	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ				পেন্ডিং/ স্থগিত
		নমুনা	পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫৪৫	৬১৪	৫৪৫	--	৫৪৫	--
ঢাকা অঞ্চল	১১২০	১২১২	১১২০	--	১১২০	--
চট্টগ্রাম অঞ্চল	২০৯	২৫৩	২০৯	--	২০৯	--
রাজশাহী অঞ্চল	৩৭৮	৪০৮	৩৭৬	০২	৩৭৮	--
খুলনা অঞ্চল	৩২৬	৩৬৩	৩২৫	০১	৩২৬	--
মোট =	২৫৭৮	২৮৫০	২৫৭৫	০৩	২৫৭৮	--

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারা)

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চল ভিত্তিক ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সাথে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	অঞ্চলের নাম	ফেব্রুয়ারী ২০১২	ফেব্রুয়ারী ২০১৩
১।	ঢাকা অঞ্চল	৮৩,৩০,৫৭০/-	৮১,৬৫,৭১৭/-
২।,	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৮২,৬০,৪৪০/-	৭৫,৭১,৭৭৬/-
৩।	খুলনা অঞ্চল	২,৭৪,১৩,১৪৮/৪৬	২,৯৯,২৮,৬৪২/৮৬
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৬১,৩১,২৫১/-	৬৮,৫৫,৪৭১/-
	মোট	৫,০১,৩৫,৪০৯/৮৬	৫,২৫,২১,৬০৬/৮৬

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

আইন আদালত (ফেব্রুয়ারী'১৩)

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৯৫	১০৪	৩৩	৩৪
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৬৪	৭৬	০৫	০৬
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৬৪	৬৫	০৪	০৫
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২২	২৫	০৪	০৪
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১৭	২০	০০	০৪
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১২	১১	০০	০০
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	২৬	৩৩	০৫	০৫
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১১	১১	০৫	০৫
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৫৩	৫৪	০২	০২
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৬	১৫	০২	০৫
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৪	২৩	০২	০৩
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১৩	১২	০০	০০
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০৭	০৭	০০	০০
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০২	০০	০০	০০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০০	০০	০০	০০
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩৮	৪৩	০৬	০৬
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩২	৩৬	০২	০২
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	২৪	২৭	০০	০০
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	০৮	০৭	০০	০০
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	০৩	০৪	০০	০০
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৯৩	১১২	০৪	০৪
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	৩৯	৪৪	০৬	০৬
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৩০	৩২	০০	০০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৪৭	৫৩	০৩	০৩
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২১	১৯	০২	০২
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	০২	০৫	০৭	০৮
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	০৮	০৮	০০	০০
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	০৭	০৮	০০	০০
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	০২	০২	০১	০১
	সর্বমোটঃ	৭৮০	৮৫৬	৯৩	১০৩

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

সবচেয়ে বেশী মামলা ও সবচেয়ে কম মামলার পরিসংখ্যান

ফেব্রুয়ারী ২০১৩ মাসে সর্বাধিক মামলা হয়েছে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে। পক্ষান্তরে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ মাসে বান্দবান উপ-অঞ্চলে কোন মামলা উদঘাটন হয়নি ফেব্রুয়ারী ২০১৩ মাসে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ৯৫ টি মামলা রুজু করে ১০৪ জন কে আসামী করা হয়েছে। ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলে ২টি মামলা রুজু করে ০৫ জনকে আসামী করা হয়েছে। বান্দরবান উপ-অঞ্চলে কোন পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদায়ন না থাকায় কোন মামলা রুজু করা সম্ভব হয়নি মর্মে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ- আঞ্চলিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। অপরদিকে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের উপপরিচালক জানিয়েছেন গোয়েন্দা অঞ্চলের মূল কাজ হলো গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা, যার ফলে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল প্রমাপ অনুযায়ী মামলা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের দশম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটির পরিসংখ্যান ঃ

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩ (ফেব্রুঃ পর্যন্ত)
গঠিত মাদক বিরোধী কমিটির সংখ্যা	৫৯৭৯	৫৫৪৯	৮২৮	১৯২৫	৩৭টি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

উল্লেখযোগ্য মাদক বিরোধী অভিযান

বিশেষ কৌশলে জুতার তলায় রাখা ৮০০ গ্রাম হেরোইনসহ মামা গুভাগ্নে গ্রেফতার।

বিশেষ কৌশলে জুতার তলায় রক্ষিত ৮০০গ্রাম হেরোইন

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ০৮/২/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নওগাঁর মহাদেবপুর সার্কেলের পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম মহাদেবপুর উপজেলার চকগৌরী এলাকার কানাইলাল ভদ্র রাইসমিলের সামনে রাজশাহী টু নওগা গামী মায়ের দোয়া সাউদিয়া নামক যাত্রীবাহী বাস যার নং নোয়াখালীগুবগু৮২৬ নাম্বারের একটি বাসে তল্লাসী চালিয়ে আসামীদের পরিহিত প্রতিটি স্যান্ডেলের ভিতর বিশেষভাবে লুকায়িত অবস্থায় ১০০ গ্রামের ২ প্যাকেট অর্থাৎ ৪ স্যান্ডেলে মোট ৮টি প্যাকেটে রাখা ৮০০ গ্রাম হেরোইনসহ (১)নিজাম উদ্দিন (৩২), পিতাঃ ভগরুদ্দিন, সাংগুচাকাপাড়া, থানা ও জেলাগু চাপাইনবাজগঞ্জ, (২) মোঃ লিটন আলী, পিতাঃ ইয়াছিন আলী, সাংগুচাকাপাড়া, থানা ও জেলাগু চাপাইনবাবগঞ্জ (মামাগু ভাগ্নে) কে হাতে নাতে গ্রেফতার করেন। আসামীদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানান যে হেরোইনগুলো সরাসরি ভারত হতে নিয়ে এসে চট্টগ্রামে বিক্রয় করেন, তারা আরো বলেন যে, ভারতের লালগোলার কালু নামক এক হেরোইন বিক্রেতার সাথে চট্টগ্রামের শাহিন নামে একজনের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে মহাদেবপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। নওগাঁ সার্কেলের পরিদর্শক শেখ সাইদুর রহমান মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গত ০৩/০৪/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন। আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে । বর্তমানে মামলাটি সাক্ষীর পর্যায়ে রয়েছে।

কুমিল্লা উপগুঅঞ্চলে ১৩/২/২০১৩ তারিখ ৮০ বোতল ফেনসিডিল ও রিকোডেক্সসহ ০৪ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৩/২/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা উপগু অঞ্চলের কুমিল্লা সদর উত্তর সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম সকাল ০৮.০০ ঘটিকার সময় বুড়িচং থানাধীন শংকুচাইল উত্তর পাড়াস্থ বাঘড়া সড়কের উপর কুমিল্লাগামী একটি নম্বর বিহীন ইজি বাইক তল্লাশী করে ৮০বোতল ফেনসিডিল ও ৪৫ বোতল রিকোডেক্সসহ (১) মোঃ বিল্লাল হোসেন (৩২), পিতাগুমকুবল হোসেন (২)হাসনা (২৫), স্বামীগুমোঃ জসিম মিয়া, (৩) মোহসেনা (৩৫), স্বামীগু মোঃ মফিজুল ইসলাম ও (৪) রেহানা (৪৫), স্বামীগুমোঃ শাহিন মিয়া সর্ব সাংগুশাসনগাছা, কোতয়ালী, কুমিল্লাকে হাতেনাতে গেফতার করেন। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য আইনে বুড়িচং থানায় মামলা দায়ের করা হয়। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ সার্কেলের পরিদর্শক জনাব মোঃ ইকবালুর রহমান মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গত ১৮/০৩/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

ঢাকা মেট্রোতে ২৭/০২/২০১৩ তারিখ ২০০০ পিস ইয়াবাসহ ০২ ছাত্র গ্রেফতার ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৭/২/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো উপগুঅঞ্চলাধীন রমনা, গুলশান, সুত্রাপুর, উত্তরা, সবুজবাগ সার্কেলের যৌথ উদ্যোগে রমনা ও গুলশান এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০০০ পিস ইয়াবাসহ ইবাইস ইউনিভার্সিটি এম,বি,এ, এর ছাত্র (১) চয়ন কুমার দত্ত (২৭) এবং (২) মিজানুর রহমান (২৬) কে হাতেনাতে গ্রেফতার করেন। তারা দীর্ঘদিন হতে ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের কাছে ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রয় করে আসছে। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য আইনে গুলশান থানায় মামলা দায়ের করা হয়। গুলশান সার্কেলের উপগুপরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুস ছালাম মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গত ১৮/৪/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলে ১৮/২/২০১৩তারিখ ২১৭০বোতল ফেনসিডিলসহ ০৩ গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৮/২/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি টিম পল্লবী থানাধীন মিরপুর ডি,ও, এইচ, এস, রোড নংগু০৩, বাড়ী নং-২৮৫ এবং ২৮৭ ৬ষ্ঠ তলা বিশিষ্ট বাড়ীর তৃতীয় তলার পশ্চিম পার্শ্বের ফ্ল্যাট নংগুD-2 এর ভিতরে প্রবেশ করে ২৩.০০ হতে ২৩.৫৫ ঘটিকার সময় তল্লাশী করে উক্ত ফ্ল্যাটের ভিতর পশ্চিম পার্শ্বের কক্ষে বাথরুমের উপরে ষ্টোর রুমের ভিতর ২২টি কাগজের কার্টুনের ভিতরে রাখা ভারতীয় ফেনসিডিল ২১৭০ বোতলসহ (১) মোঃ ওমর ফারুক (২৪), (২) আবদুল মালেক (২৮), (৩) জহুরুল ইসলাম ওরফে রুবেল (২৩) কে হাতেনাতে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য আইনে পল্লবী থানায় মামলা দায়ের করা হয়। ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক জনাব আজমশাহ্ আলমগীর মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় গত ২৪/০৩/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

কুমিল্লা উপগুঅঞ্চলে ২৩/২/২০১৩ তারিখ ট্রেন থেকে ২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৩/২/২০১৩ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা উপগু অঞ্চলের কুমিল্লা সদর উত্তর সার্কেলের নেতৃত্বে একটি টিম সকাল ০৮.৩০ ঘটিকার সময় লাকসাম রেলওয়ে ষ্টেশনে দন্ডায়মান সিলেট হতে আগত চট্টগ্রামগামী জালালবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনের ৮২০ নং বগিতে অভিযান চালিয়ে দুইটি ট্রাভেল ব্যাগে লুকানো অবস্থায় ০২টি পলিথিনের প্যাকেটে ১০ কেজি করে মোট ২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেন। এ বিষয়ে লাকসাম রেলওয়ে থানায় একটি সাধারণ ডায়রী করা হয়। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ সার্কেলের পরিদর্শক জনাব মোঃ ইকবালুর রহমান মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তদন্ত শেষে মামলাটি নথি ভুক্ত করেছেন।

মাসিক বুলেটিনে আপনার মতামত/মন্তব্য আহবান করা হচ্ছে

অধিদপ্তর থেকে প্রতিমাসে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। যা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। বুলেটিন সম্পর্কে আপনার যে কোন মূল্যবান মতামত/মন্তব্য, তথ্য, বক্তব্য, প্রতিবেদন, ছবি ইত্যাদি প্রেরণ করলে তা প্রকাশের জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোষ্টগার্ডসহ ফেব্রুয়ারী'১৩ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাকদ্রব্যের পরিমান
হেরোইন	-	-	২০.৮৫৮৫ কেজি
গাঁজা	-	-	২,৭৫৪.৫২১ কেজি
গাঁজা গাছ	-	-	০৩টি
অবৈধ চোলাই মদ	-	-	৯,২১.৫ লিঃ
দেশী মদ	-	-	১১,১৫০.২৫ লিঃ
বিদেশী মদ	-	-	১৬,২৪১ বোঃ
বিদেশী মদ	-	-	-
বিয়ার	-	-	২,৬৯২ক্যান
রোক্তফাইড স্পিরিট	-	-	০৪ লিঃ
ডিনেচার্ড স্পিরিট	-	-	১,৩৭২ লিঃ
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	-	-	৬৭,৬১৩ বোতল
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	-	-	২৫.৫ লিঃ
তাড়া (টোডি)	-	-	১,৩০১ লিঃ
পচুই	-	-	১১৫ লিঃ
পেথিডিন	-	-	২,৪৩১ এ্যাম্পুল
বুপ্রেনরাফিন(টাড জোসক ইনঃ)	-	-	২,৮৬৫ এ্যাম্পুল
ফামেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	-	-	৫১,৮৯৪ লিঃ
মরফিন	-	-	২১ এ্যাম্পুল
বুপ্রেনরফিন(বনোজোসিক ইনঃ)	-	-	৪২ এ্যাম্পুল
অন্যান্য	-	-	-
ইয়াবা ট্যাবলেট	-	-	১,৮০,৮৮৬ টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	-	-	১৮৮ বোতল
নগদ অর্থ	-	-	২,৯৪,৬২৭/- টাকা
সিএনজি	-	-	০২টি
মোবাইল সেট	-	-	০৭টি
আফিম	-	-	০৯ কেজি
ট্র্যাক	-	-	০১টি
মোটর সাইকেল	-	-	০১টি
বুপ্রেনরাফিন(লুপজোসিক ইনঃ)	-	-	৬০ এ্যাম্পুল
হেরোইন পুড়িয়া	-	-	১,১৮৫টি
আপয়েন্ট মিশ্রিত ড্রিংক্স	-	-	১৪১ বোঃ, ৫১.৮৪লিঃ
গাজার পুড়িয়া	-	-	৪৪৫টি
দেশী মদ (বোতল)			৯২৭ বোতল
মোটঃ	৩,২৭৮	৪,১২৮	

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার্য প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা এবং ফেব্রুয়ারী'১২ মাসের সাথে ফেব্রুয়ারী'১৩ মাসের আমদানীর তুলনামূলক পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	ফেব্রুয়ারী'১২	ফেব্রুয়ারী'১৩
ঢলুহন	১২,৭৬৮.৫০মেঃটনঃ	২৬০.৬২৪মেঃটনঃ	২০১.৯১২ মেঃটনঃ
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	২,৫৬৬ মেঃটনঃ	১০২.২৪ মেঃটনঃ	১৩১.০৪ মেঃটনঃ
এ্যাসিটোন	৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটনঃ	২৮.১৬ মেঃটনঃ	৩৮.৪০ মেঃটনঃ
মিথাইল হথাইল কিটোন	৪,১৮৪.৫৬ মেঃটনঃ	২৯.৩০৫৬মেঃটনঃ	৬৫.৪৯৯৬মেঃটনঃ
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	২,০৪৫ মেঃটনঃ	২০.০০ মেঃটনঃ	--
সিউডোএফিড্রিন	৪৪,৭৯৫ কেজি	৫,০০০ কেজি	৪,০০০ কেজি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

উল্লেখ্য, এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যালস এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের টেলিফোন নং-৮৮৭০০১২-১৩।

মোবাইল কোর্ট

মাসের নাম	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ডিত আসামীর সংখ্যা	জরিমানা আদায়
অক্টোবর'১২	৬৭৮	৩৫৮	২৫৫	২,৯৯,৪০০.০০
নভেম্বর'১২	৮৩৪	৪২৯	২৯২	২,৬৩,৯৫০.০০
ডিসেম্বর'১২	৭১০	৩৮২	২৮৪	২,৭৩,৭০০.০০
জানুয়ারী'১৩	৮২১	৪২৯	৪৫৭	৩,৮৬,৯০০.০০
ফেব্রুয়ারী১৩	৭১৭	৩৬৯	৩৯০	৩,৭০,৮০০.০০

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ফেব্রুয়ারী ২০১৩ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

কর্মসূচীর নাম	ফেব্রুয়ারী'১৩
মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	৫১৮ টি
মাইকিং কর্মসূচী	১০ টি
শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা	১৭ টি
পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ	২০ টি
ফিল্ম প্রদর্শণ	০৪টি
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আলোচনা	-

(মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

ফেব্রুয়ারী ১৩ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও কারাগার হাসপাতালসমূহে ৮৪৩ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ফেব্রুয়ারী ১৩ মাসে নিরাময় কেন্দ্র ও কারাগারভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	আন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৩৬	১১০	১৪৬	৭৬	৭০
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	-	০৪	০৪	০৪	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০২	০৪	০৬	০৩	০৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	১৭	৩৯৩	৪১০	৯৭	৩১৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৭৮	৫৬	১৩৪	৭৮	৫৬
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপতাল, কুমিল্লা	০৪	১৩৯	১৪৩	৯৮	৪৫
মোট =	১৩৭	৭০৬	৮৪৩	৩৫৬	৪৮৭

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা)

ফেব্রুয়ারী ২০১৩ মাসে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্তদের মধ্যে ফেনসিডিল-২.৭%, হেরোইন-৩৪.৯৩%, গাঁজা-৩৬.৯৮%, ইনজেকশন-১৯.৮৬%, ইয়াবা-১০.৯৫%, মদ-০.৬৮%, ড্যান্ডি-০.৬৮%, পলিড্রাগস-১.৩৬%(কোন কোন রুগী একাধিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে) । (সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র)।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ ৮৮৭০০১১, ই-মেইল- dgdncbd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.dnc.gov.bd